SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

কালকূটের শাম্ব : মানস ভ্রমণের আখ্যান

মানিক মৈত্র
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বহরমপুর গার্লস কলেজ , মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ORCID
https://orcid.org/0000-0002-8038-8871
e-mail- manikmaitra40@gmail.com

Received Date- 19.12.2025
Selection Date 15.01.2026
Page- 61- 67

Keywords
মানস যাত্রা,
বাউল মন,
অন্তরঙ্গ জীবনবোধ,
দিবি আরোহন,
মানস চোখ,
কুষ্ঠরোগ,
দ্বারকানগরী।

Abstract-

Shamba is such a Hero, who takes the reader to the distant past while standing in the present. Standing in the present, that distant historical journey is the journey of Shamba and also the journey of the reader's mind. Kalkut, as his own talent, has described that journey so amazingly that the reader himself can be present at that place related to Shamba. The description of various historical events and descriptions of that way captivates the readers. Along with the magical description of the journey, the hero Shamba reaches the destination of the true meaning of life through hard work and dedication. This article highlights this.

Main Discussion

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব কতনা অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।..."[১]

অগোচরে রয়ে যাওয়া জিনিসকে জানার আগ্রহ মানুষের চিরদিনের। প্রয়োজনের তাগিদে যে ছোটাছুটি, দৃষ্টিগোচর অঞ্চলের যে পরিচিতি জগত, তার বহির্ভূত দেশ, ব্যক্তি, পরিবেশ কেমন, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

কেমন --- এই কৌতুহল মানুষের চিরন্তন। সেই তাগিদেই মানুষের ভ্রমণ-পিপাসার সৃষ্টি। অন্যভাবে বলা যায়, ভ্রমণ মানুষের রোমাঞ্চ তৃষ্ণারই পরিচায়ক। প্রায় সব মানুষের মধ্যেই কম-বেশি spirit of adventure থাকে বিশেষ করে অলস বাঙালি চেতনায়। এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ পৃথিবীকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। তাই ঘরে বসেই প্রযুক্তির সৌজন্যে বিভিন্ন অঞ্চলের দৃশ্য দেখে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ভ্রমণ তৃষ্ণা কখনো কখনো না চাইতেও জাগরিত হয়। সেই নেশাতেই মানুষ ছুটে চলে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, ভারতবর্ষ থেকে শুধু আন্টার্কটিকা পর্যন্ত, আবার কখনো পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশে বিশ্বরহস্যের সন্ধানে। কিন্তু সকলেই তো এই বিচিত্র বিস্ময়কর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিখে রাখতে পারে না। যারা পারে তারা দুদিক থেকে গুণান্বিত। তারা মানুষের ভ্রমণ-পিপাসাকে জাগরিত করতে পারে, অন্যদিকে সেই সব অভিজ্ঞতাকে এমনভাবে ভাষায় রূপ দিতে পারে যাতে পাঠক মুগ্ধ হয়ে গল্প উপন্যাসের মতোই তা পড়তে পারে। খ্যাতিমান বাঙালি লেখক উপন্যাসিক সমরেশ বসু বাংলা সাহিত্য জগতে এই দ্বিবিধ গুনাধিকারী ভ্রমণ সাহিত্য রচয়িতা হিসেবে পরিচিত। একাধারে তিনি তার ভ্রমণ সাহিত্যগুলির মাধ্যমে পাঠকের অন্তরে যেমন ভ্রমণপিপাসু জাগরিত করেছেন তেমনি পাঠককে সেই ভৌগলিক স্থান সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলেছেন। এছাড়া আঙ্গিকের অভিনবত্বে, চরিত্রের দৃঢ়তা প্রকাশে, মনোবিশ্লেষণে রচনাগুলি ভ্রমণ সাহিত্যেই সীমিত না থেকে উপন্যাসের দাবিদার হয়ে উঠেছে। সেই দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে রচনাগুলিকে ***ভ্রমণ উপন্যাস*** বলা যায়। তাঁর এই জাতীয় উপন্যাস গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো --- 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে', 'খুঁজে ফিরি সেই মানুষে', 'স্বর্ণ শিখর প্রাঙ্গণে', 'শাম্ব', 'অমৃত বিষএর পাত্রে', 'মন মেরামতের আশায়', 'তুষার শৃঙ্গের পদতলে', 'নির্জন সৈকতে', 'কোথায় পাব তারে' ইত্যাদি আরও অজস্র এই জাতীয় ***ভ্রমণ উপন্যাস*** রয়েছে। উপন্যাসগুলির মধ্যে আমাদের আলোচ্য তাঁর একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত ***'শাম্ব'*** উপন্যাসটি।

ভিন্ন স্বাদের লেখায় সমরেশ বসু ভিন্ন নামের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি 'ভোটদর্পণ' রচনায় ১৯৫২ তে ***'কালকূট'*** ছদ্মনাম প্রথম গ্রহণ করলেও ***'কালকূট*** নামটি জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছায় 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে' ১৯৫৪ খ্রীঃ 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবার সময়। ক্রমশ এই নামটি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বলা যায়, সমরেশ বসুর মধ্যে একটি জীবন রসিক অথচ নিরাসক্ত বাউল মন প্রথম থেকেই ছিল। তাঁর সেই ভবঘুরে বাউল মনের প্রকাশ ঘটাতে তিনি আশ্রয় করেছিলেন ***কালকূট*** ছদ্মনাম। তাই ***কালকূট*** নামে লেখা উপন্যাসগুলিতে যেন আর এক সমরেশের পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে বলে মনে হয়। এক ভ্রমণপিপাসু হৃদয় যেন প্রবল আর্তি নিয়ে গভীর দৃষ্টিতে জীবনকে ফিরে ফিরে দেখেছে ***কালকূট*** নামে প্রকাশিত ***ভ্রমণ উপন্যাসগুলিতে।*** তাঁর একটি স্বতন্ত্র সত্তা এই নামটিকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'কালকূট'কে নিয়ে কয়েকটি কথা' বলতে গিয়ে বলেন, --- "কালকূট' তো একটা ছদ্মনাম। কালকূটের একটা আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে। তার রচনার ভঙ্গীটিও সমরেশ বসুর থেকে অনেকটা আলাদা। একই সঙ্গে দু'রকম লেখা চালিয়ে যাওয়া শক্ত, কিন্তু কালকূটের লেখা এক কথায় বলা

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

যায় অনবদ্য।"[২] এই কালকূট নামটিকে অবলম্বন করেই এক অভিনব গদ্যশৈলীতে, ভিন্নস্বাদের বিষয়বস্তুকে তিনি পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করলেন। তারই উজ্জ্বল সংযোজন ***'শাম্ব'***(১৯৭৮) উপন্যাসটি।

পঞ্চাশের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত কালকূটের যে যাত্রা (মানস ভ্রমণ) সেখানে তিনি শুধু মানুষকেই দেখে গিয়েছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে গিয়েছেন। বাদ পড়েনি কোথাও! অরণ্য, পাহাড়, নদী, সমুদ্র। এমনকি কল্পনার মাধ্যমে পুরাণপথেও হাঁটা দিয়েছেন। কালকূট জানাচ্ছেন --- "তত্ত্বতালাস যা কিছু মানুষকে চাই। যে কালে সজ্ঞানে পথে বেরিয়েছিলাম, মানুষ ছিল আমার লক্ষ। কারণ, মানুষেরই সৃষ্ট একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে যখন হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, তখন অন্য মানুষের সন্ধানে মন ব্যাকুল হয়েছিল। তার সঙ্গে অবশ্যই নিসর্গ, ভৌগলিক পরিবর্তনের প্রকৃতির বিস্ময়কর খেয়াল, ইতিহাসের ভাঙাগড়ার বিচিত্র ঘটনাবলী আমার আশ্রয়।"[৩] 'কালকূট রচনা সমগ্রে' উত্তম পুরুষে বর্ণিত কথাকার কালকূট নিজেই একটি চরিত্রে পরিণত হয়েছেন পাঠক তার পঠনের বিভোরতায় সেটি খেয়ালই করেননি। যেখানে রাজনীতির কলুষতা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কালকূটের উদ্ভব হয়েছিল, সেখানে কালকূট নামের রচনাগুলি যেন শুধু নিজেকেই খুঁজে পেতে সচেষ্ট হয়েছে। 'জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু/ নয়ন না তিরপিত ভেল' বিদ্যাপতির এই পদের মাধুর্য ফুটে উঠেছে কালকূট মানসে। সমরেশ থেকে সম্পূর্ণ সরে এসে নিজস্ব এক জগত সৃষ্টি করলেন কালকূট। যে জগতে এক অন্তরঙ্গ জীবনবোধ আছে। বাংলা সাহিত্যের দরবারে তাই সমরেশের থেকে কালকূট বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তাঁর সরল মন, গরলহীন চোখ মন কেড়েছে। কালকূট কালের পথিক, তাই তো সহজ সরল অনাড়ম্বর এক জীবনপথের পথিক হতে পেরেছে সে। আলোচ্য ***'শাম্ব'*** উপন্যাসে লেখকের যাত্রাপথ 'পুরাণের পথে দ্বারকা নগরীতে'। কিন্তু সে যাত্রা কোন মোটর গাড়ি বা রেল গাড়ি চেপে যাত্রা করা নয়। তা লেখকের মানস যাত্রা, তাই উপন্যাসের সূচনাতেই লেখক জানিয়েছেন --- "না, অমন দূর দূরান্তরের ভ্রমণ আমার কপালে নেই। আমার হলো, দশজনকে নিয়ে ঘর করতে, হঠাৎ গুনগুনিয়ে ওঠা "মন চলো যাই ভ্রমণে/কৃষ্ণ অনুরাগীর বাগানে। কৃষ্ণ হেথায় প্রতীক, এক অরূপ রূপের ঠাঁই। তার কোনো ব্যাখ্যা নেই, নগর পুরী জনপদের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে ঘরের হাতায় মাঠ থেকেই মোটর বাসে চেপে বসে, ঘরেরই আর এক পিঠে গিয়ে নামো।"[৪] যদিও তার এই মানস যাত্রার সঙ্গে মিশে রয়েছে বাস্তব ভ্রমণ অভিজ্ঞতা। তাইতো পুরাণের অনুষঙ্গ ব্যবহার করেও বাস্তব ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করতে (বৃন্দাবনের প্রকৃত অবস্থান) সচেষ্ট হয়েছেন তিনি। আবার কালকূটের এই ভ্রমণ সাহিত্যধর্মী উপন্যাস সম্পর্কে আনন্দ প্রকাশিত বইয়ের পরিচয় পত্রে বলা হয়েছিল --- 'কালকূটের এই নতুন ভ্রমণ কাহিনির স্বাদ যেমন অভিনব, যাত্রাপথ তেমনি গহন'। এই যাত্রাতে বাঁশিও বাজে নিশানও ওরে। তবে সেই বাঁশি বাজে বনমাঝে কি মনমাঝে। নিশানটাও চোখের সামনে ভাসে দূরান্বয়ই চিত্রকল্পের মত। রৈবতক পর্বতের কৃষ্ণনীল মহীরুহের সীমানা ছাড়িয়ে সবেগে আন্দোলিত সেই নিশান ওরে অন্তরের অন্তস্থলে। সেই নিশান ও বাঁশির ডাকে পুরাণকে অনুষঙ্গ করেই কালকূট যাত্রা করেন দ্বারকানগরীতে। কৃষ্ণপুত্র শাম্বর বিচিত্র জীবন সন্ধানের উদ্দেশ্যেই তাঁর এই যাত্রা। আসলে এ এক অন্যরকম উপন্যাস।

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

যদিও কোন কোন সমালোচক উপন্যাসটিকে শুধু ভ্রমণকাহিনি বলতে চেয়েছেন। তাসত্ত্বেও বলা যায়, এটি একটি অন্যরকম ভ্রমণকাহিনি।

কৃষ্ণপুত্র শাম্ব। তিনি অসামান্য নায়ক। তাঁকে কেন্দ্র করেই সমরেশ বসু 'কালকূট' ছদ্মনামে লিখেছিলেন আসাধারণ এক ভ্রমণকাহিনি 'শাম্ব'। তবে অন্যান্য ভ্রমণ কাহিনিমূলক উপন্যাসের সঙ্গে এই উপন্যাসের বিস্তর ব্যবধান। এই ভ্রমণকাহিনির স্বাদ যেমন অভিনব, যাত্রাপথ ততটাই গহন ও বন্ধুর। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' উক্তির মধ্য দিয়ে। কবির ভাষায় এরপরের পংক্তি, 'মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'। অর্থাৎ কালকূট যে মানব অন্বেষণে বেরিয়েছেন তা পংক্তি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কালকূটের মানব অন্বেষণের এই যাত্রা শুরু হয়েছিল 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। এই যাত্রা আমৃত্যু অব্যাহত ছিল। আসলে তাঁর এই মানব অন্বেষণ প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষেরই মানসভ্রমণও বটে। সেই মানস-ভ্রমণের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি তাঁর এই ভ্রমণ উপন্যাসের মূল কাহিনিতে প্রবেশ করার পূর্বে দীর্ঘ এক ভূমিকা সেরে নিয়েছেন। সেখানে তিনি যেমন একদিকে পৌরাণিক ভৌগলিক অবস্থানগুলির, ঘটনাগুলির, তথ্য প্রমাণসহ আমাদের সামনে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন তেমনি অন্যদিকে চরিত্রগুলির কার্যাবলী এবং ঘটনাধারা উল্লেখ করে তার বিশ্বস্ততা অর্জন করতে চেয়েছেন। সর্বোপরি বলা যায় চরিত্র, ঘটনা, এবং অবস্থানের নিরিখে কালকূট আমাদের পৌরাণিক মানস-ভ্রমণ সম্পন্ন করেছেন। তাই উপন্যাসটি পাঠ করতে করতে আমরা কখনো কৃষ্ণের জন্ম-মৃত্যু সাল ও বয়স নির্ণয়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়কাল নির্ণয়, দ্বারকানগরির ভৌগলিক অবস্থান নির্ণয়, স্বর্গরাজ্যের অবস্থান নির্ণয়, যমুনা নদীর প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়-এ মশগুল হয়ে পড়ি। উপন্যাসটিতে মূল চরিত্রের(শাম্ব) আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত লেখক কালকূট আমাদের এই রকম নানাবিধ ভৌগলিক মানস-ভ্রমণ করিয়েছেন। তাই সম্ভবত উপন্যাসটি পাঠ করে পাঠক মোশারফ হোসেন জানিয়েছেন---- "হিসেবের কাল-বিন্দু আছে, সেটা যীশুর জন্মকাল, তাহলে পুরাণের কি কোন কাল-বিন্দু নেই? নেই। কিন্তু আদিবিন্দু আছে, সেটাকে বলা হচ্ছে মানব কল্পের আদিবিন্দু। স্বয়ম্ভর মনুকাল, পাঁচ হাজার ন'শো আটান্ন খ্রিষ্টপূর্ব। এই আদিবিন্দুর অতীতে আর কিছু নেই, থাকলেও তা ইতিবৃত্তে আসেনি। কালকূটের হাত ধরে শাম্বকে দেখার অভিপ্রায়ে পুরাণের পথে আমাদের যাত্রা শুরু এক হাজার চারশো খ্রিষ্টপূর্বাব্দে।"[৫]

শাম্বের মনোভাবনার মধ্য দিয়ে লেখক কালকূট সেকালের দ্বারকার সমাজচিত্র, দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, ধর্মীয় পরিবেশ সবকিছু টুকরো টুকরো চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরে একটা স্থানিক চিত্র তুলে ধরেছেন। লেখক কালকূট শাম্ব দর্শনে চলতে গিয়ে যে একালের পটভূমিকায় সেকালের জীবনায়নকে মিলিয়ে নিয়েছেন। চলেছিলেন মনোভ্রমণে, ভ্রমণের যেসব বৈশিষ্ট্য থাকে সেসব থেকে তিনি সরে এসে অন্য এক বৈশিষ্ট্যে তাঁর ভ্রমণকাহিনি পাঠককুলের সামনে উপস্থাপন করেছেন। দূরকালের মহাকাব্যিক বা পুরাণের চরিত্রগুলোকে তিনি বর্তমানের দৃষ্টিতে আলোকিত করেছেন। তাদের সুখ-দুঃখ, মানসিক ভাবনা একালীয় বোধ নিয়ে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন। সেইসঙ্গেই সেই সময়ের ভৌগোলিক চিত্র, সামাজিক পরিবেশ,

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

জীবনযাত্রার প্রণালী সুক্ষ্মভাবে তুলে এমনভাবে তুলে ধরেছেন যা ভ্রমণকাহিনি থেকে স্বতন্ত্ররূপে পাঠকের লেখক কালকূটের সেই রচনাশৈলীই বিশেষভাবে পাঠকের চোখে উঠে এসেছে।

শাম্ব মহর্ষির কাছে সূর্যালোকের পথের সন্ধান জানতে চেয়ে বলেছিলেন, 'আমি যে কোনো প্রকার নিগ্রহ সহ্য করে তাঁর করুণাভিক্ষা করতে সেখানে যাবো।' একজন বেদনাহত, সঙ্কুচিত, অভিমানাহত, অভিশপ্ত যদুকুলশ্রেষ্ঠ যুবা বীরপুরুষের সঙ্গে বহু অভিজ্ঞতালব্ধ, কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, বিচক্ষণ, সঙ্গীতাচার্য মহর্ষির দীর্ঘদিন পরে কথোপকথন চলছে। মুনির ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে। বৃষ্ণিব্যাঘ্রকে তিনি রোগমুক্তির পথের সন্ধান দিচ্ছেন। এই কথোপকথনের মধ্যে ফুটে উঠেছে একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁর উদ্‌গ্রীবতা। পিতা পুত্রকে রোগমুক্তির জন্য মহর্ষির শরণাপন্ন হতে বলেছিলেন; এই সংবাদটুকু মহর্ষির কানে নিশ্চয়ই পৌঁছেছিল। মহর্ষি সর্বব্যাপী। মহর্ষি যেহেতু সেকালের সাংবাদিক সেইহেতু তিনি গোপনে শাম্বর রোগগ্রকট হওয়ার খবর রেখেছিলেন এবং যথাসময়ে কুশস্থলী পুরীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই নিরপরাধ শাম্বকে ক্ষমা করা ও রোগমুক্তির পথের সন্ধান দেওয়া। হয়ত তাঁর আরও উদ্দেশ্য ছিল বৃষ্ণিব্যাঘ্রকে দিয়ে কুষ্ঠরোগ-এর ভয়াবহতা থেকে মর্ত্যের মানুষের রোগমুক্তি ঘটানো। এই কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে কুষ্ঠব্যাধি থেকে নিরাময়ের জন্য পথের সন্ধান করা হচ্ছে। মহর্ষি যেহেতু বহুক্ষেত্র ভ্রমণ করেছেন তাই একমাত্র তিনি জানতেন কোথায় ও কোন সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে গেলে এই ভয়াবহ কুৎসিত ব্যাধি থেকে মুক্ত হওয়া যাবে, নিশ্চিত মৃত্যুপথ যাত্রীদের জীবনের সম্মান দেওয়া যাবে। মহর্ষি নারদ রোগমুক্তির পথের নির্দেশ দিয়েছিল অত্যন্ত সমবেদনাপূর্ণ মন নিয়ে। "তুমি এখান থেকে উত্তর সমুদ্রতীরে গিয়ে উত্তর পূর্বে গমন কর। তুমি যাবে মহানদী চন্দ্রভাগা তীরে, সেখানে মিত্রবনে সূর্যক্ষেত্র বর্তমান। সেখানে পরমাত্মা রূপে অত্যুজ্জ্বল পুরুষ রূপ নিয়ে রয়েছেন। তুমি সেইখানে গমন করো।" তিনি একথাও জানালেন, "কোনো কারণে কোনো সংকটে পড়লে তুমি আমার সন্ধান করো, আমি তোমার সংকট মোচনের উপায় বলব।"

আজ শাম্ব ভয়ঙ্কর ব্যাধির ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ নন। এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে যে কঠিনতম পথের সন্ধান পেয়েছেন সেখানে পৌঁছতে চান রূঢ়-কঠিন সর্পিল বাস্তবের পথ বেয়ে। তাঁর কথা শুনে পিতা কৃষ্ণ কিছুক্ষণ নির্বাক হয়েছিলেন। পরে পুত্রকে মাতার সঙ্গে দেখা করে। যেতে বলেছিলেন। মাতার সঙ্গে দেখা করার কথা শুনে মনটা খুশিতে ভরে উঠলেও পরক্ষণেই মুখ বেদনায় ভরে উঠেছে এই ভেবে যে ব্যাধিগ্রস্ত কুৎসিত শাম্বকে দেখে মা দুঃখ পাবেন। তাই তিনি পিতার কাছ থেকেই যাত্রার অনুমতি নিয়ে কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে তাড়াতাড়ি নগরীর পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন। যেতে যেতে মানবমনের বিচিত্র সব ভাবনা তার মনের দরজায় ভিড় করছিল। রোগগ্রস্ত-কুৎসিত-বিকলাঙ্গ শাম্বকে দেখলে স্ত্রী লক্ষ্মণার মানসিক পরিবর্তন ঘটবে, তার ঘৃণার উদ্রেক হবে, একথা বুঝতে পেরেই আর কারও সঙ্গে দেখা না করে বেদনার্ত মনে দ্রুত বেরিয়ে পড়েছিলেন। নগরীর পথে যেতে যেতে নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। সমুদ্রমধ্যে পার্বত্যদ্বীপ বিশিষ্ট এই ভূমির অধিকাংশ রাজপথই চড়াই-উৎরাই-বন্ধুর। এই বন্ধুর পথে রোগগ্রস্ত শরীরে চলতে শাম্বর অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। দ্বারকানগরীর রাজপথের বিবরণ কালকূটীয়

SAMSAPTAK
e-ISSN: Applied for (Online)
OPEN ACCESS An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

বৈশিষ্ট্যে দিয়েছেন। কালকূট তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বা স্টাইলে সেকালের অর্থাৎ দ্বারকা নগরীর সমাজজীবনকে শাম্বর চোখ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।

একজন মুক্তিকামী মানুষের একাকী চলার সংগ্রামের ইচ্ছা কীভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে কালকূটের মানসভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে শাম্বকে অনুসরণ করলেই তা বোঝা যাবে। কখন তিনি জনপদে লাঞ্ছিতও হয়েছেন। চোখ ফেটে জল এলেও সহ্য করবার শক্তি অর্জন করেছেন। সুখ এবং দুঃখকে একত্রে গ্রথিত করে, সর্বদাই নির্বিকার থেকে শুধু ভবিষ্যতের কথাই ভেবে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছেন। মহর্ষি নারদ কথিত সেই অত্যুজ্বল পুরুষের মূর্তিই কেবল কল্পনা করেছেন শাম্ব। কালকূট মানসচক্ষে শাম্বর অন্তরভূমিকে প্রত্যক্ষ করতে করতে তার সঙ্গে তারই ঈলিত লক্ষের দিকে এগিয়ে চলেছেন। সাত সাতটি ঋতু অতিক্রম করে সুখ-দুঃখকে একত্রে গ্রথিত করে শাম্ব তাঁর ঈপ্সিত লক্ষে পৌঁছেছেন। চন্দ্রভাগা নদী তীরে পৌঁছে তাঁর অন্তরে গভীর আনন্দের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর সন্দেহ দূর হয়নি। তাই তিনি নদীর ওপারে গমণাগমণকারী যাত্রীদের বারে বারে ব্যগ্র স্বরে জিজ্ঞাসা করছিলেন, "সিন্ধুনদ থেকে উৎপন্ন এই কি সেই চন্দ্রভাগা নদী?" যাদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাদের সকলেরই দেহের গড়ন দীর্ঘ। তারা রসিক ও আমুদে মানুষ। তাদের কাছে জেনেছিলেন যে এই নদীটির নামই চন্দ্রভাগা – এটি তারা জানেন। সূর্যাস্তকালে সূর্যের শেষ রক্তাভ তাদের মাথায় এসে যেমন পড়েছে তেমন নদীর বুকে এসেও পড়েছে। নদীর পাড় উঁচু, কিছু কিছু কুটির ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা দেখে শাম্বর মনে হয়েছে নিশ্চয়ই এই নদীতে বন্যা হয়। তাই জনবসতি কম। জনবসতি কম ঠিক, কিন্তু নদীর তীরে ফসল ফলানো হয়েছে। এমন একটি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে শাম্ব আসন্ন সন্ধ্যায় উপস্থিত হলেন। লেখক কালকূট মানসচক্ষে শাম্বের অন্তলোক পর্যবেক্ষণ করছেন। শাম্ব যেন বারে বারেই শুনতে চাইছিলেন - কিন্তু মিত্রবন কোথা? নদীর এপারে না ওপারে? এইটি পঞ্চনদীর দেশ তো? শাম্বের হৃদয়ের ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা সবকিছুই ফুটে উঠেছে শাম্বর কথার মধ্য দিয়ে। 'মিত্রবন' কোথায় এই পথ নির্দেশ একমাত্র মাঝিই দিতে পারবে এই মনে করে শাম্ব তখন মাঝির শরণাপন্ন হলেন। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত শাম্ব মানুষের চোখে মুখে যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দেখেছেন এখানেও তার অন্যথা হল না। কালকূট মনভ্রমণে শাম্বর সঙ্গে চলতে চলতে যেন মানসচক্ষে মাঝি ও শাম্বের কথোপকথন শুনতে পাচ্ছেন, দেহ ও মনের অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছেন। শাম্ব মাঝিকে কিছু বলার আগেই রোগগ্রস্ত শাম্বকে দেখে ভ্রু কুঁচকে চোয়াল শক্ত করে। মাঝি বলে উঠল, "ওহে, তোমাকে আমি শেষ খেয়ায় পার করব। এখন নিতে পারব না।"

কালকূট মানসচক্ষে এ কালের দৃষ্টি নিয়ে পুরাণের কালের একদল কুষ্ঠরোগীদের আস্তানায় রোগীদের মানসিক অবস্থা, বাঁধনহীন সামাজিক ব্যবস্থা ও ক্রমশ পচে-গলে ক্ষয় হয়ে যাওয়া আশাহত, হতমান ও অবিশ্বাসী মৃত্যুপথ যাত্রীদের অবলোকন করছেন। কালকূট শাম্বের অন্তলোকে ডুব দিয়ে মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছেন মিত্রবনে বসবাসকারী কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে কথাবার্তা কালে শাম্বের মনের গহীনে আলোড়ন তোলা মনোবেদনাগুলো এবং শুনতে পাচ্ছেন সেই বেদনামিশ্রিত প্রশ্নগুলোর সুর ঝংকার। কী ভয়ংকর

SAMSAPTAK
OPEN ACCESS
e-ISSN: Applied for (Online)
An International Multidisciplinary Journal
Double-Blind Peer-Reviewed
(Arts, Social Sciences & Humanities)
Vol.1, Issue- 1, January -2026

অসহায় ছিল সেই সমাজ পরিত্যক্ত, রোগমুক্তিতে আশাহীন, কেবলই মৃত্যুর প্রহর গোনা মানুষগুলো। কালকূট মানসভ্রমণে সেই সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর অনবদ্য ভাষামাধুর্য্যের ছোঁয়ায়।

References

তথ্যসূত্র

১) রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খন্ড), 'জন্মদিন' কাব্যগ্রন্থের 'ঐকতান' কবিতা, বিশ্বভারতী প্রকাশনা, পৃষ্ঠা : ০৯.

২) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'কালকূটকে নিয়ে কয়েকটি কথা', 'শব্দ' সাহিত্য পত্রিকা, সম্পাদক - সাধনা বড়ুয়া, কালকূট বিশেষ সংখ্যা, ৩য় বর্ষ, ৩য় জানুয়ারী, ২০১১, পৃষ্ঠা : ১

৩) নিতাই বসু (সম্পাদিত) : কালকূট, 'অতিথি', কালকূট রচনা সমগ্র, সপ্তম খন্ড, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা - ০৯, প্রথম প্রকাশ : ২০০৯, পৃষ্ঠা : ৩২৩৯.

৪) কালকূট – 'শাম্ব', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা : ০৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ : পৌষ ১৩৯২, পৃষ্ঠা : ১৫

৫)https://www.goodreads.com/review /show/1060491903

উপন্যাসের উদ্ধৃতিগুলি কালকূটের 'শাম্ব', পৌষ ১৩৯২ বঙ্গাব্দের ষষ্ঠ মুদ্রণ, আনন্দ সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।